দৈনিক ইত্তেফাক

03

তারিখ 16 FEB 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

শিক্ষক ধর্মঘট প্রশ্নে শিক্ষামন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী বিদেশ হইতে ফিরিলে স্থায়ী কমিটির বৈঠক হইবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ শিক্ষক ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতি লইয়া গতকালও সংসদে আলোচনা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষক

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

অর্থমন্ত্রী বিদেশ হইতে

(১ম পৃঃ পর)

ধর্মঘট প্রশ্নে সরকারের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার উল্লেখ করিয়া বলেন, সরকারের কোন প্রচেষ্টা তো নাই-ই, উপরন্তু যে ভাষায় কথা বলিতেছেন তাহা বিগত স্বৈরাচারী সরকারকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। দেশবাসী শিক্ষামন্ত্রীর 'লম্বা বক্তৃতা' শুনিতে চায় না, 'এখনই' শিক্ষকদের সহিত বসিয়া সমাধান করুন। শিক্ষকদের দাবীর কথা উঠিলে বলা হয় টাকা আসিবে কোথা হইতে! কিন্তু ক্ষমতা ভোগ করিতেছেন, বিদেশী সাহায্য কোথায় যাইতেছে? আর ক্ষমতায় যখন বসিয়াছেন টাকা আপনাদেরই জোগাড় করিতে হইবে। দায়িত্ব নিতে হইবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী বলেন, বাস-ট্রাক মালিকদের দাবী মিটাইতে সামনের বাজেট হইতে ৫২০ কোটি টাকা কাটছাঁট করিতে হইবে, আবার শিক্ষকদের দাবী মিটাইতে আরও ১২৫ কোটি টাকা প্রয়োজন। শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরুদ্দিন সরকার বলেন, অর্থমন্ত্রী বিদেশে আছেন। দেশে ফিরিলেই তাহার সঙ্গে আলোচনার, পর শীঘ্রই শিক্ষা সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক ডাকা হইবে।

আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতি গুরুতর আখ্যায়িত করিয়া তিনি বলেন, এতদিন হইয়া গেল, শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন টাকা নাই, আমরা মনে করি একথার পেছনে যুক্তি থাকিলেও থাকিতে পারে। আর সে কারণেই ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্থায়ী কমিটির সভায় শিক্ষকদের ডাকিয়া সমস্যার সমাধান করুন।

শেখ হাসিনা ফ্লোর নিয়া বলেন, আজ শিক্ষকদের হুমকি দেওয়া হইতেছে শিক্ষকদের বরখাস্ত করিয়া বেকারদের চাকুরী দেওয়া হইবে। বেকারদের চাকুরী দেওয়া যাইবে, কিন্তু ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যাইবে না। যেভাবে পুলিশ দিয়া পরীক্ষা নেওয়া হইতেছে, কি পরীক্ষা নেওয়া হইতেছে বলার অপেক্ষা নাই।

জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা সকল শিক্ষক প্রতিনিধির সহিত কথা বলিয়াছি। এখনও বলিতে রাজী আছি। তাহাদের অনুরোধ করিয়াছিলাম ছাত্রদের পরীক্ষা জিম্মি না রাখার জন্য। এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট চলিতেছে। ডিগ্রীতেও যাহাতে সেশন জট না হয় সেজন্যই পরীক্ষা নেওয়া হইতেছে এবং সরকারী কলেজ শিক্ষকরা পরীক্ষা নিতেছেন। বেসরকারী কলেজেরও শতকরা ৬০ ভাগ শিক্ষক এই পরীক্ষা গ্রহণের কাজে নিয়োজিত আছেন। শিক্ষকদের দাবী সম্পর্কে তিনি বলেন, ১২৫ কোটি টাকা লাগে। কোথা হইতে আসিবে এই টাকা? কৃষকদের উপর ট্যাক্স বসাইতে হইবে। তাহাছাড়া শিক্ষকদের অন্যতম দাবী হইল 'অডিট ব্যবস্থা' বাতিল করিতে হইবে ইত্যাদি।